৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

শুভ সন্ধ্যা

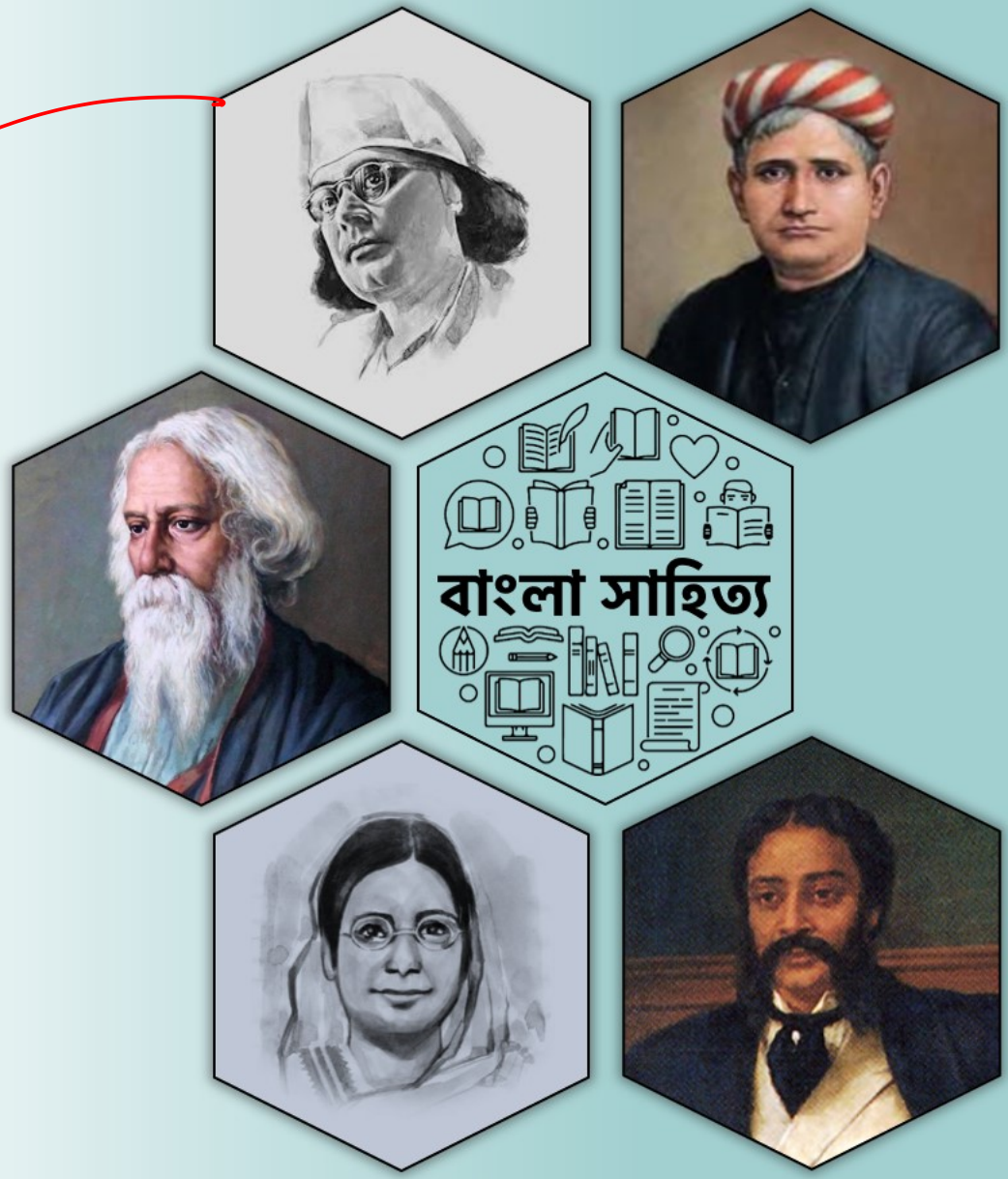

বাংলা সাহিত্য

লেকচার: 01

Topic: বাংলা সাহিত্যের যুগ, প্রাচীন যুগ: চর্যাপদের রচনাকাল ও পদকর্তা, পদের সংখ্যা, বিষয়বস্তু ও ভাষা এবং চর্যাপদের আবিষ্কারক ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চর্যাপদের অন্যান্য তথ্য ও মধ্য যুগের সূচনা (বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ)

LECTURE PLAN

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগঃ

আমরা সাধারণত বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মকে বাংলা সাহিত্য বলে থাকি। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন--

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা-ভাষী জন-সমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার ফল স্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া এবং মুখ্যত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাব ধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালী সংস্কৃতি; এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিকাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে সকল কাব্যে-কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগঃ

আজ থেকে হাজার বছরেরও বেশি কাল আগে সূচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের পথচলা। ইতিহাস পাঠের সুবিধার্থে এই দীর্ঘ সময়কালকে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগে করা হয়। যথা:- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। অবশ্য এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতানৈক্য প্রচুর।

সাধারণভাবে দুটি ঘটনাকে কেন্দ্রে রেখে এই ত্রিধাবিভক্ত ইতিহাস নির্ধারিত হয়েছিল।

- ১২০৪ সালে সংঘটিত ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বঙ্গবিজয়,
- ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা।

প্রথম ঘটনাটি মধ্যযুগের এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি আধুনিক যুগের প্রারম্ভকাল হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

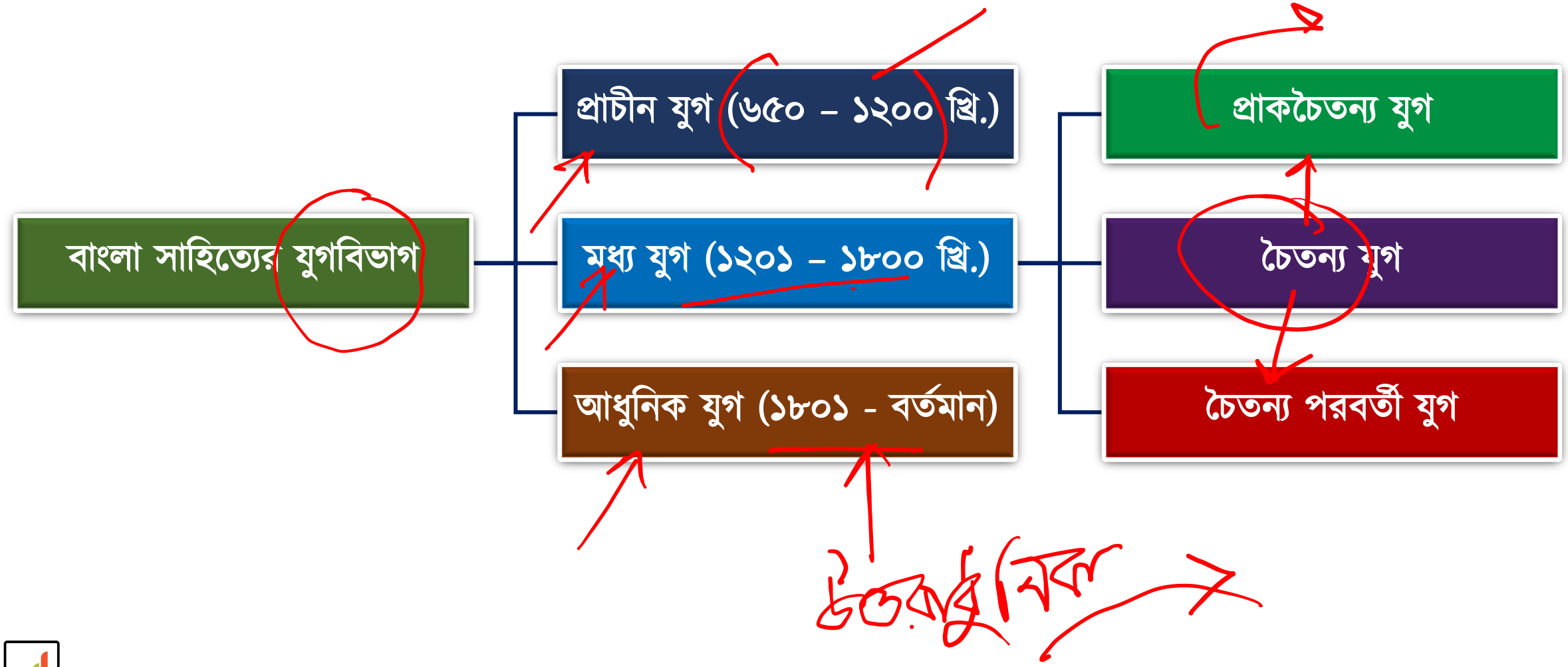

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগঃ

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস।

তিনি বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ করেছেন এভাবেঃ

১. হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ (৮০০ খ্রি.-১২০০ খ্রি.)
২. গৌড়ীয় যুগ বা চৈতন্যপূর্ব যুগ
৩. চৈতন্য সাহিত্য বা নবদ্বীপের প্রথম যুগ
৪. সংস্কার যুগ এবং
৫. কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ বা নবদ্বীপের দ্বিতীয় যুগ।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর যুগবিভাগটি নিম্নরূপঃ

1. প্রাচীন বা মুসলমানপূর্ব যুগ (৯৫০ খ্রি.-১২০০ খ্রি.)
2. তুর্কি বিজয়ের যুগ (১২০০ খ্রি.-১৩০০ খ্রি.),
3. আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ (১৩০০ খ্রি.-১৫০০ খ্রি.)
4. অন্ত্য মধ্যযুগ (১৫০০ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.)।
5. আধুনিক যুগ (১৮০০ খ্রি. থেকে বর্তমান পর্যন্ত)।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সুবিখ্যাত গ্রন্থটির নাম Origin and Development of Bengali Language (ODBL).

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগঃ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মধ্যযুগকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন

1. পাঠান আমল (১২০১ খ্রি.-১৫৭৬ খ্রি.) এবং
2. মুঘল আমল (১৫৭৭ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.)।

ভাষাতাত্ত্বিকদের পর্যালোচনা অনুযায়ী বাংলা সাহিত্যকে তিনটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

1. প্রাচীন যুগ (৬৫০ খ্রি.-১২০০ খ্রি.),
2. মধ্য যুগ (১২০১ খ্রি.-১৮০০ খ্রি.) এবং
3. আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রি.- বর্তমান সময় পর্যন্ত)।

মধ্য যুগকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ (১৩৫১ খ্রিঃ - ১৫০০ খ্রিঃ),
- চৈতন্য যুগ (১৫০১ খ্রিঃ - ১৬০০ খ্রিঃ) এবং
- চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১ খ্রিঃ - ১৮০০ খ্রিঃ)।

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয় ১২০০ খ্রিঃ - ১৩৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত এই ১৫০ বছরকে।

POLL QUESTION-01

➲ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ কয়টি ?

(a) ৩

(b) ৫

(c) ৪

(d) ২

বাংলাসাহিত্যের যুগবিভাগ ৫টি

বাংলা ভাষা বিবর্তনের রূপরেখা

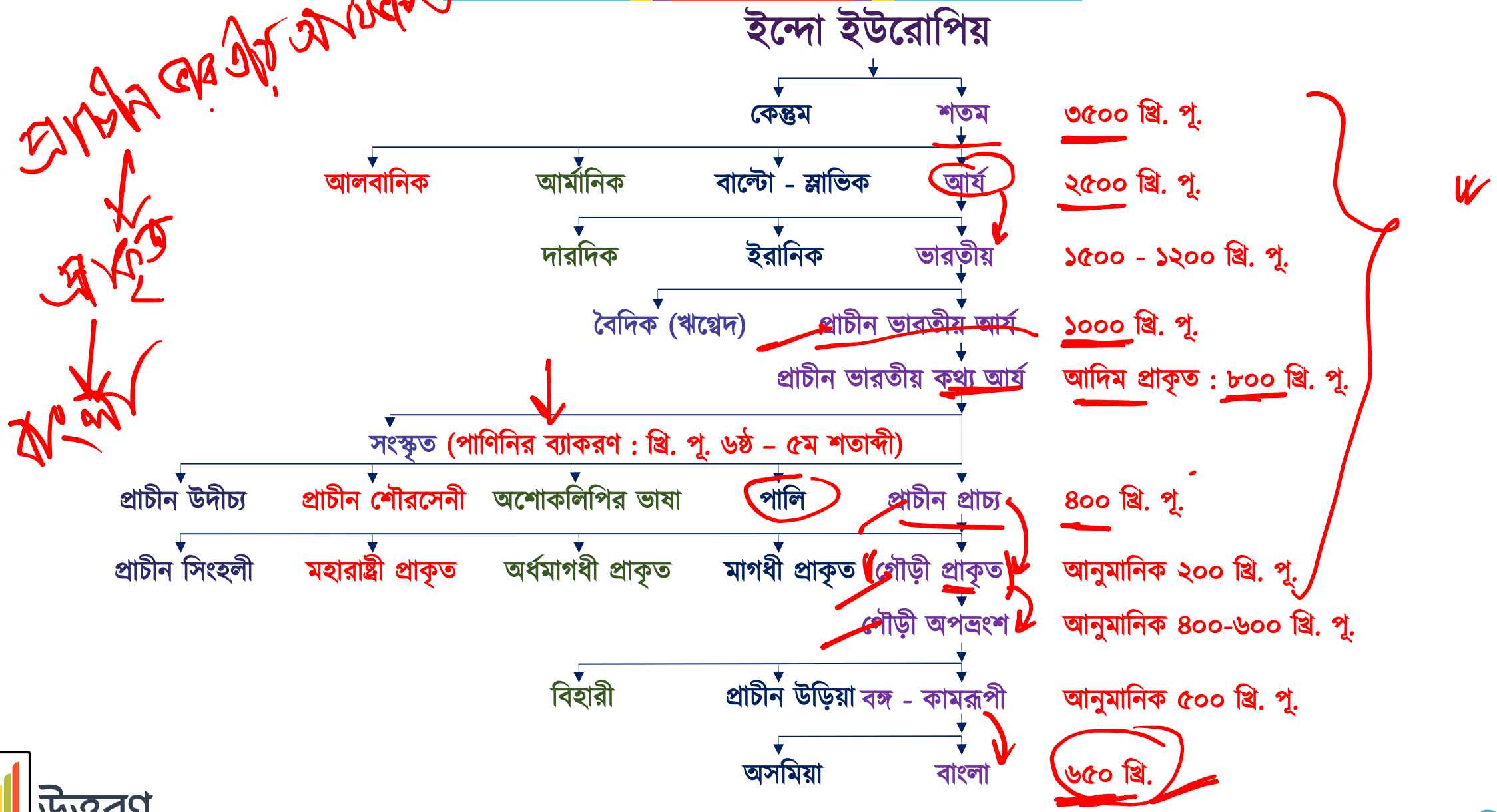

বাংলা ভাষার উদ্ভব

কিছু তথ্যঃ

- বাংলা ভাষার উৎপত্তি সপ্তম শতাব্দীতে
- বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
- বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত
- ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত, যেমনঃ কেন্তুম এবং শতম
- শতম শাখা হতে আর্য ভাষার উদ্ভব
- আর্যদের অর্থাৎ বেদের ভাষা হল - বৈদিক ভাষা
- বৈদিক ভাষার সংস্কার করেন - পাণিনি
- পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করার পরে এর নাম হয় - সংস্কৃত
- বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃত ভাষা থেকে
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী - অপভ্রংশ
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহের মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে - গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে
- স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন এর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে - মাগধী প্রাকৃত থেকে
- অপভ্রংশ নামকরণ করেন ব্যাকরণবিদ - পতঞ্জলি

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]

(ক) দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী

(খ) একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী

(গ) দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী

(ঘ) এয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

বাংলা লিপির উদ্ভব

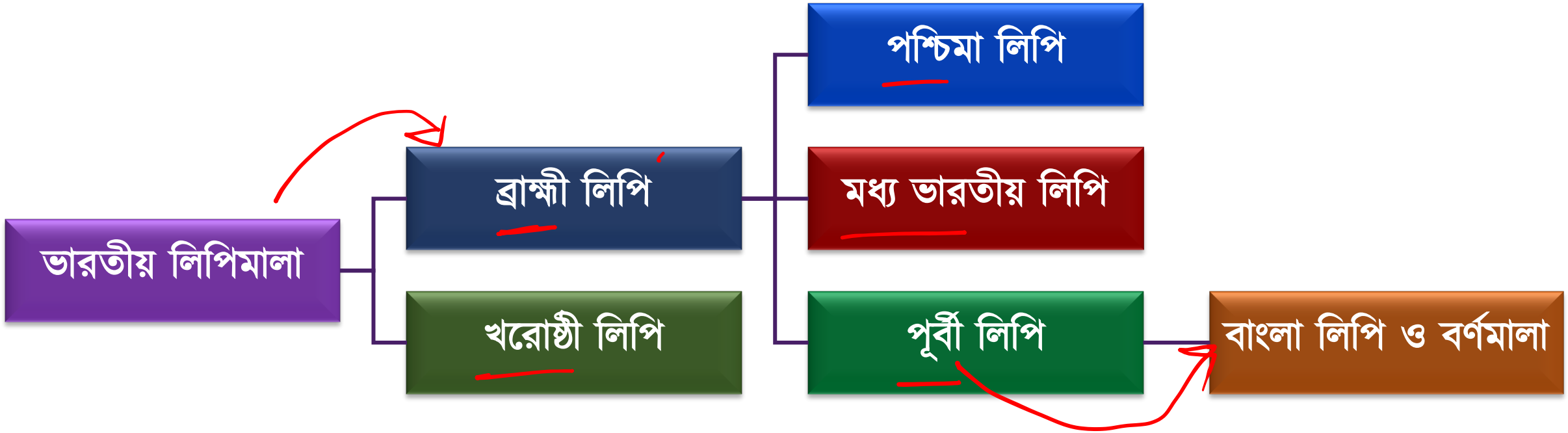
ভারতীয় লিপিমালা
ব্রাহ্মী লিপি
খরোষ্ঠী লিপি
পশ্চিমা লিপি
মধ্য ভারতীয় লিপি
পূর্বী লিপি
বাংলা লিপি ও বর্ণমালা

বাংলা লিপির উদ্ভব

বাংলা লিপির উদ্ভব

প্রোটো সেমিটিক

উত্তর সেমিটিক　　　　দক্ষিণ সেমিটিক

↓ ↓ ↓　　　↓ ↓ ↓

_______ _______আরমিক　　　সাবীয়　_______ _______

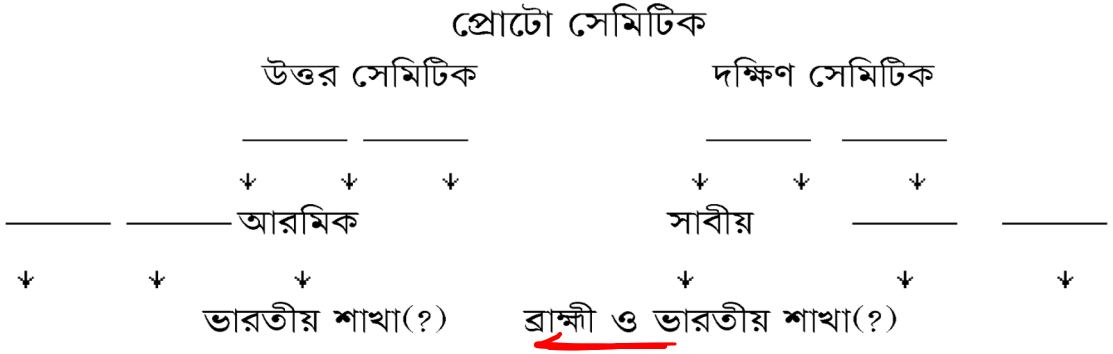

↓ ↓ ↓　　　↓ ↓ ↓

ভারতীয় শাখা(?)　　ব্রাহ্মী ও ভারতীয় শাখা(?)

দাগাবেন!

।। **ব্রাহ্মী (খ্রীঃপূঃ ১০০০ অব্দ) এবং খরোষ্ঠী প্রাচীন লিপি** ।।

ব্রাহ্মী (খ্রীঃপূঃ ১০০০ অব্দ)

↓　　　↓

দঃ ভারতের লিপি　　কুষাণ লিপি

↓

গুপ্ত লিপি

↓

শারদা (উঃপূঃ ভারত)　　নাগর (মধ্য প্রদেশ,রাজস্থান,গুজরাট)　　কুটিল (পূঃ ভারত)

↓　　　↓　　　↓

তিব্বতী　কাশ্মীরী　গুরুমুখী　　নাগরি　গুজরাটি　ওড়িয়া　　বাংলা (৮ম- ৯ম শতক)　নেপালি

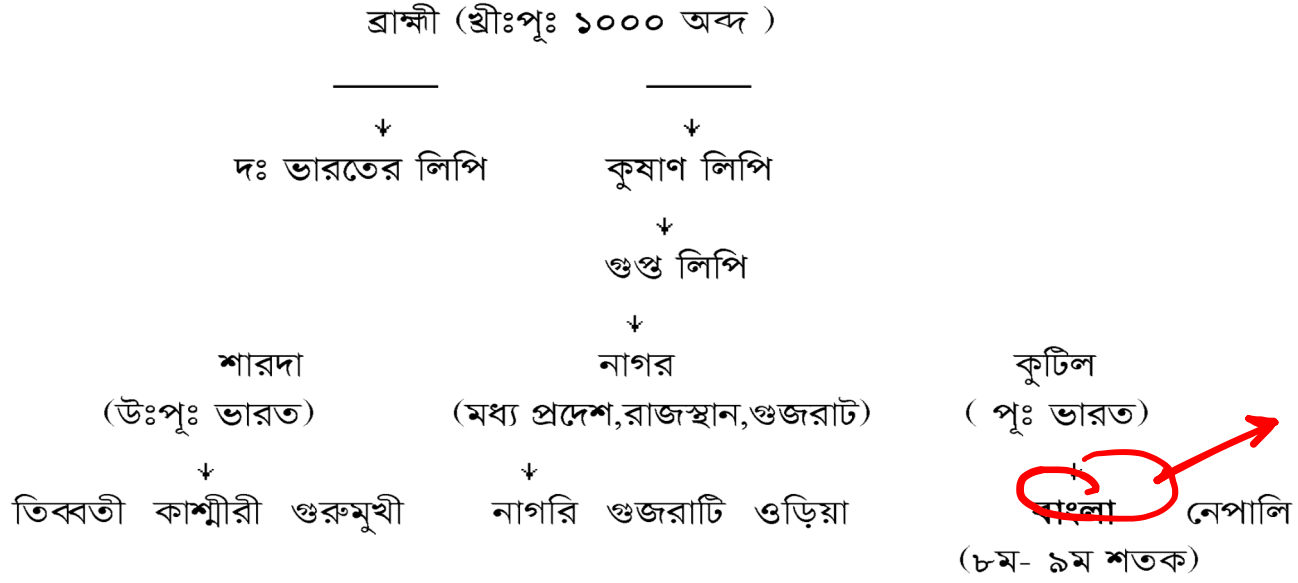

বাংলা লিপির উদ্ভব

ব্রাহ্মী লিপি

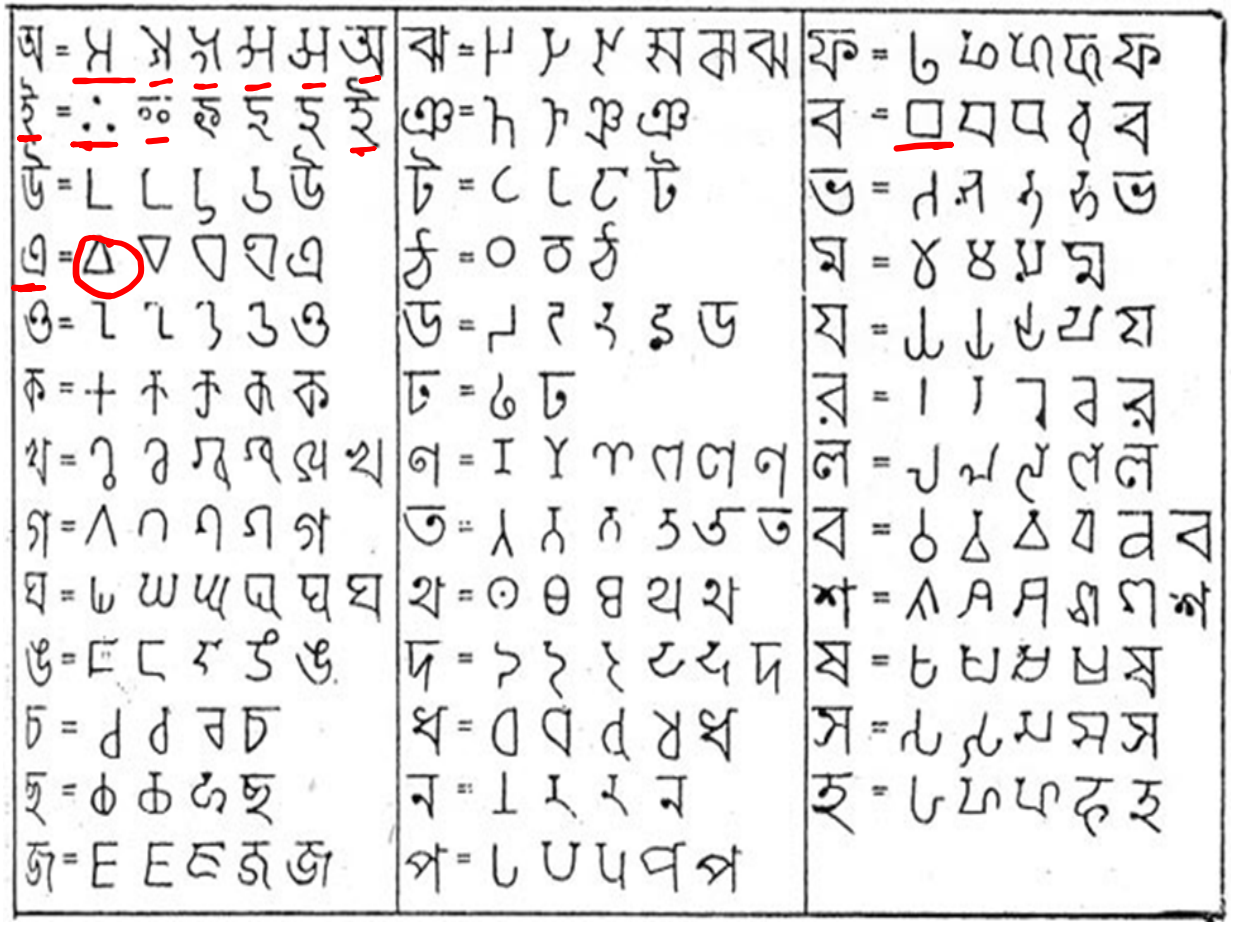

বাংলা লিপির বিকাশ

POLL QUESTION-02

➲ বৈদিক ভাষার সংস্কার করেন কে ?

(a) পতঞ্জলি

(b) পাণিনি

(c) চণ্ডীদাস

(d) বিদ্যাপতি

বাংলা লিপির উদ্ভব

কিছু তথ্যঃ

- প্রাচীন ভারতে প্রচলিত চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে কোন ভারতীয় লিপির উদ্ভব? - ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী।
- মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর শাসনকার্য লিপিবদ্ধ করতেন কোন লিপিতে? - ব্রাহ্মী
- খরোষ্ঠী লিপির উদাহরণ কোনটি? - উর্দু লিপি, ডান থেকে বামে লেখা হয়
- কোন বংশের শাসনামলে বাংলা লিপির গঠন কার্য শুরু হয়? - সেন আমলে
- বাংলা লিপির উৎস কী? - ব্রাহ্মী লিপি
- পূর্ব ভারতীয় বর্ণমালা (কুটিল) থেকে কোন বর্ণমালার উদ্ভব? - বাংলা বর্ণমালা
- বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কখন? - পাঠান আমলে
- কোন কোন লিপির উপর বাংলা লিপির প্রভাব রয়েছে? - উড়িয়া, মৈথিলী, ও আসাম
- ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর কততম ভাষা? - চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা
- ব্রাহ্মী লিপি বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হলেও খরোষ্ঠী লিপিমালা ডানদিক থেকে লেখা হত।

কুটিললিপি ৬শ-৯ম খ্রিষ্টাব্দ	১০-১১শ খ্রিষ্টাব্দ	১২শ খ্রিষ্টাব্দ	১৩শ খ্রিষ্টাব্দ	১৪শ খ্রিষ্টাব্দ	১৫শ খ্রিষ্টাব্দ	১৬শ খ্রিষ্টাব্দ	১৭শ খ্রিষ্টাব্দ	বর্তমান বাংলা
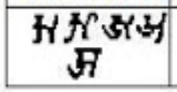								

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। বাংলা লিপির উৎস কী? [১৪তম বিসিএস]

(ক) সংস্কৃত লিপি
(খ) চীনা লিপি
(গ) আরবি লিপি
(ঘ) ব্রাহ্মী লিপি

০২। কোন লিপি ডানদিক থেকে লেখা হতো?

(ক) বাহ্মী লিপি
(খ) খরোষ্ঠী লিপি
(গ) আরবি লিপি
(ঘ) উর্দু লিপি

প্রাচীন যুগ

প্রাচীন যুগের কিছু কথাঃ

বাংলা সাহিত্যের উন্মেষের পূর্বে বাংলায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অবহট্‌ঠ ভাষায় সাহিত্য রচনার রীতি প্রচলিত ছিল। এই সাহিত্যের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যের আদি অধ্যায়ের সূচনা হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণের বহু পূর্বেই বাঙালিরা একটি বিশেষ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উন্মেষ ঘটে বাংলা ভাষারও।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা

- অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত,
- শরণ, ধোয়ী, গোবর্ধন, উমাপতি ধরের কাব্যকবিতা,
- জয়দেবের গীতগোবিন্দম্, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণামৃত নামক দুটি সংস্কৃত শ্লোকসংগ্রহ এবং
- অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত কবিতা সংকলন প্রাকৃত-পৈঙ্গল বাঙালির সাহিত্য রচনার আদি নিদর্শন।

এই সকল গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত না হলেও সমকালীন বাঙালি সমাজ ও মননের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

পরবর্তীকালের বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে গীতগোবিন্দম্ কাব্যের প্রভাব অনস্বীকার্য।

POLL QUESTION-03

➲ বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কখন?

(a) মৌর্য আমলে

(b) পাঠান আমলে

(c) গুপ্ত আমলে

(d) সম্রাট অশোকের সময়

প্রাচীন যুগ

ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (৬৫০-১২০০ খ্রীঃ / সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) প্রায় ৫৫০ বছর

ড: সুনীতিকুমার চট্টোপধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ৯৫০-১২০০ খ্রীঃ / দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী প্রায় ২৫০ বছর।

** প্রাচীন যুগের সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল – ব্যক্তি প্রধান (ধর্ম গৌণ বিষয় ছিল।)

** প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যের নিদর্শন – চর্যাপদ।

বাংলা কারা ব্যবহার করত? নীচুস্তরের

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদঃ

বাংলাদেশের আদি সাহিত্য চর্যাপদ যা হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে এবং হাজার বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে।

** বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আদি নিদর্শন চর্যাপদ

** চর্যাপদ হচ্ছে কবিতা / গানের সংকলন

** চর্যাপদ হচ্ছে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব

** চর্যাপদ হচ্ছে পাল ও সেন আমলে রচিত।

** চর্যাপদ মানে আচরণ / সাধনা

চর্যাপদের নামকরণঃ

- আশ্চর্যচর্যচয়
- চর্যাচর্যাবিনিশ্চয়
- চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
- চর্যাগীতিকোষ
- চর্যাগীতি

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটঃ

১৮৮২ সালে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে নেপালে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থটি পাঠ করে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত হন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি ১৯০৭ সালে ২য় বারের মত নেপাল গমন করেন

নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে একসঙ্গে ৪ টি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন।

এর একটি হচ্ছে চর্যাপদ

বাকী ৩ টি হচ্ছে অপভ্রংশ ভাষায় রচিত

১. সরহপদের দোহা

২. কৃষ্ণপদের দোহা

৩. ডাকার্ণব

উল্লেখিত ৪ টি গ্রন্থ একসঙ্গে কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে।

তখন চারটি গ্রন্থের একসংগের নাম দেওয়া হয় হাজার বছরের পুরোনো বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধ গান ও দোহা

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপটঃ

আসামীয় / উড়িয়া / মৈথিলি

এটি প্রকাশিত হবার পর পালি সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ভাষাবিদরা চর্যাপদকে নিজ নিজ ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবী করেন।

এসব দাবী মিথ্যা প্রমাণ করেন ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৯২৬ সালে The Origin and Development of Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদ এর ভাষা বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন।

১৯২৭ সালে শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা করেন এবং প্রমাণ করেন যে চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন।

চর্যাপদের ভাষাঃ

চর্যাপদ প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত- এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কতিপয় গবেষক চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা মেনে নিয়েই এ ভাষাকে সান্ধ্য ভাষা / সন্ধ্যা ভাষা / আলো আঁধারের ভাষা বলেছেন।

কারণ কিছু বোঝা যায়, কিছু যায় না

** অধিকাংশ ছান্দসিক একমত – চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

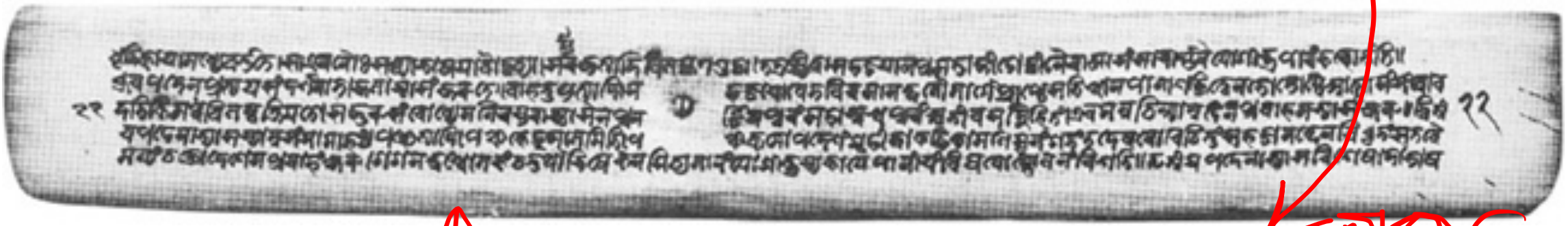

চর্যাপদের কিছু লাইন

সন্ধ্যার অন্ধকারের মত আলো

POLL QUESTION-04

➲ প্রাচীন যুগের সাহিত্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য কী ছিল ?

(a) ধর্ম

(b) ব্যক্তি

(c) সমাজ ব্যবস্থা

(d) কোনটিই নয়

চর্যাপদের ভাষাঃ

চর্যা-১

লুইপা

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥ ধ্রু॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥ ধ্রু॥
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই॥ ধ্রু॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লেহু রে পাস॥ ধ্রু॥
ভণই লুই আম্হে ঝানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা॥ ধ্রু॥

অনুবাদ:

শরীরের গাছে পাঁচখানি ডাল–
চঞ্চল মনে ঢুকে পড়ে কাল।
দৃঢ় ক'রে মন মহাসুখ পাও,
কী-উপায়ে পাবে গুরুকে শুধাও।
যে সবসময় তপস্যা করে
দুঃখে ও সুখে সেও তো মরে।
ফেলে দাও পারিপাট্যের ভার,
পাখা ভর করো শূন্যতার–
লুই বলে, ক'রে অনেক ধ্যান
দেখেছি, লভেছি দিব্যজ্ঞান।

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদের পদসংখ্যাঃ

- মোট ৫১ টি পদ ছিল।
- ৪৬টি পূর্ণ পদ আবিষ্কৃত হয়।
- আবিষ্কারের সময় উপরের পৃষ্ঠা ছেঁড়া থাকার কারনে সবগুলো পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এবং পরে একটি পদের অংশবিশেষ সহ মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আবিষ্কৃত হয়।

চর্যাপদে কবির সংখ্যাঃ

চর্যাপদে মোট ২৪জন কবি পাওয়া যায়

১ জন কবির পদ পাওয়া যায়নি তার নাম – তন্ত্রীপা / তেনতরীপা

সেই হিসেবে পদ প্রাপ্ত কবির মোট সংখ্যা ২৩ জন

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদের কবিঃ

উল্লেখযোগ্য কবি

১. লুইপা ২. কাহ্নপা ৩. ভুসুকুপা ৪. সরহপা ৫. শবরীপা ৬. লাড়ীডোম্বীপা ৭. বিরূপা
৮. কাম্বলাম্বরপা ৯. ঢেণ্ডণপা ১০. কুক্কুরীপা ১১. কঙ্ককপা

কবিদের নাম শেষে পা দেওয়ার কারণঃ

পদ > পাদ > পা
পাদ > পদ > পা

পদ রচনা করেন যিনি তাদেরকে পদকর্তা বলা হত যার অর্থ সিদ্ধাচার্য/সাধক [এরা বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধক ছিলেন]

২ টি কারণে নাম শেষে পা দেওয়া হতঃ

১. পদ রচনা করতেন
২. সম্মান / গৌরবসূচক কারণে

প্রাচীন যুগ

চর্যাপদের কবিঃ

লুইপাঃ

- চর্যাপদের আদিকবি
- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি

কাহ্নপাঃ

- কাহ্নপার রচিত মোট পদের সংখ্যা ১৩ টি
- তিনি সবচেয়ে বেশী পদ রচয়িতা
- উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ১২ টি
- তার রচিত ২৪ নং পদটি পাওয়া যায়নি

ভুসুকুপাঃ

- পদসংখ্যার রচনার দিক দিয়ে ২য়
- রচিত পদের সংখ্যা ৮টি
- তিনি নিজেকে বাঙ্গালী কবি বলে দাবী করেছেন
- তার বিখ্যাত কাব্যঃ

অপনা মাংসে হরিণা বৈরী, অর্থ – হরিণ নিজেই নিজের শত্রু

সরহপাঃ

- রচিত পদের সংখ্যা ৪ টি

চর্যাপদের কবিঃ

শবরপাঃ

- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি
- গবেষকগণ তাকে বাঙ্গালী কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন
- বাংলার অঞ্চলে ভাগীরথী নদীর তীরে বসবাস করতেন

বলে ধারণা করা হয়।

ঢেণ্ডণপাঃ

- ঢেণ্ডণপা রচিত পদে তৎকালীন সমাজপদ রচিত হয়েছে।

টালত মোর ঘর নাই পড়বেশী
হাঁড়িতে ভাত নাই নিতি আবেশী

কুক্কুরীপাঃ

- রচিত পদের সংখ্যা ২ টি
- তার রচনায় মেয়েলী ভাব থাকার কারণে গবেষকগণ তাকে মহিলা কবি হিসেবে সনাক্ত করেন।

তন্ত্রীপাঃ

- উনার রচিত পদটি পাওয়া যায় নি।
- উনার রচিত পদটি ২৫ নং পদ।

চর্যাপদ নিয়ে মতভেদ

চর্যাপদের আদি কবিঃ

- চর্যাপদের প্রথম পদের রচয়িতা – লুইপা।
- তবে শহীদুল্লাহর মতে লুইপার গুরু হলেন – শবরপা।
- অর্থাৎ শহীদুল্লাহর মতে, প্রাচীন কবি শবরপা।

চর্যাপদের পদসংখ্যাঃ

- চর্যাপদের পদসংখ্যা ৫১ টি(সুকুমার সেনের মতে)।
- কিন্তু শহীদুল্লাহর মতে,চর্যাপদের পদসংখ্যা ৫০ টি।

পরীক্ষার অপশনে দুটো থাকলে ৫১ টি উত্তর করতে হবে।

চর্যাপদের রচনাকালঃ

- ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।
- অপর পক্ষে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চর্যাপদের রচনা কাল।

চর্যাপদের পদকর্তাঃ

- চর্যাপদের রচয়িতা হলেন ২৪ জন (সুকুমার সেনের মতে)।
- কিন্তু শহীদুল্লাহর মতে, চর্যাপদের রচয়িতা হলেন ২৩ জন।

পরীক্ষার অপশনে দুটো থাকলে ২৪ জন উত্তর করতে হবে।

চর্যাপদের প্রবাদ বাক্যঃ

চর্যাপদে প্রবাদ বাক্য রয়েছে ৬ টি।এগুলো হল-

- ❑ আপণা মাংসে হরিণা বৈরী
- ❑ দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায়
- ❑ হাতের কাঙ্কণ মা লোউ দাপন
- ❑ হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী
- ❑ বর সুন গোহালী কি মো দুঠ্য বলংদেঁ
- ❑ আন চাহন্তে আন বিনধা

অর্থ –

- হরিণের মাংসই তার জন্য শত্রু।
- দোহন করা দুধ কি বাটে প্রবেশ করানো যায়?
- হাতের কাঁকন দেখার জন্য দর্পন প্রয়োজন হয় না।
- হাড়িতে ভাত নেই তবু প্রতিদিন অতিথি আসে।
- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
- অন্য চাহিতে, অন্য বিনষ্ট।

POLL QUESTION-05

➲ কার কবিতায় মেয়েলী ভাব থাকায় তাকে মহিলা কবি মনে করা হত ?

(a) ভুসুকু পা

(b) কুক্কুরী পা

(c) ডোম্বী পা

(d) কোনটিই নয়

প্রাচীন যুগ

ডাক ও খনার বচনঃ

খনার বচন মূলত কৃষিতত্ত্বভিত্তিক ছড়া। আনুমানিক ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। অনেকের মতে, খনা নাম্নী জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী এক বিদুষী বাঙালি নারীর রচনা এই ছড়াগুলো।

- ✓ কৃষিকাজের প্রথা ও কুসংস্কার
- ✓ কৃষিকাজ ফলিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান
- ✓ আবহাওয়া জ্ঞান
- ✓ শস্যের যত্ন সম্পর্কিত উপদেশ

উদাহরণঃ

কলা রুয়ে না কেটো পাত,
তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত।

(কলাগাছের ফলন শেষে গাছের গোড়া যেন না কাটে কৃষক, কেননা তাতেই সারা বছর ভাত-কাপড় জুটবে তাদের।)

ডাকের বচনঃ

জ্যোতিষ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও মানব চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রাধান্য পেয়েছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	
জন্ম	হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৬ ডিসেম্বর, ১৮৫৩ কুমিরা, খুলনা, বাংলা প্রদেশ, ব্রিটিশ ভারত
মৃত্যু	১৭ নভেম্বর, ১৯৩১
ধরন	ঔপন্যাসিক
বিষয়	পুঁথি সংগ্রাহক
উল্লেখযোগ্য রচনাবলি	বাল্মীকির জয়, মেঘদূত ব্যাখ্যা, বেণের মেয়ে, কাঞ্চনমালা, সচিত্র রামায়ণ, প্রাচীন বাংলার গৌরব, বৌদ্ধধর্ম

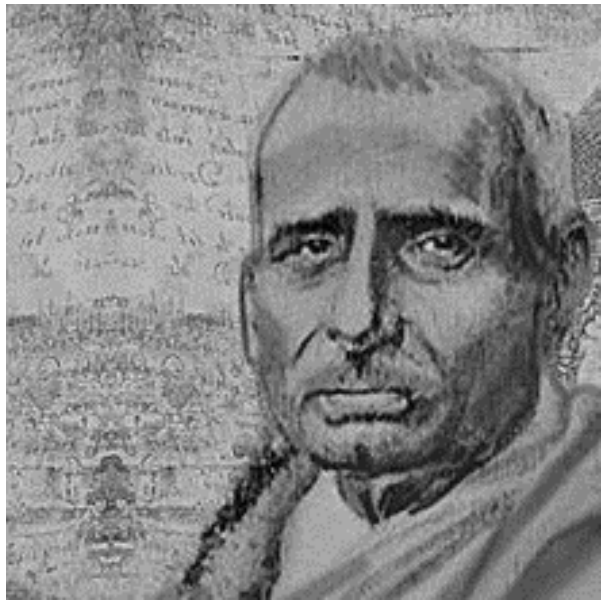

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? [৪০তম বিসিএস]

(ক) খ্রিস্টধর্ম (খ) প্যাগনিজম

(গ) জৈনধর্ম (ঘ) বৌদ্ধধর্ম

০২। উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন? [৪০তম বিসিএস]

(ক) কাহ্নপাদ (খ) লুইপাদ

(গ) শান্তিপাদ (ঘ) রমনীপাদ

০৩। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়-এর অর্থ কী? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় (খ) কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়

(গ) কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয় (ঘ) কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়

০৪। বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ – [৩৫তম বিসিএস]

(ক) ৪৫০-৬৫০ (খ) ৬৫০-৮৫০

(গ) ৬৫০-১২০০ (ঘ) ৬৫০-১২৫০

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০৫। সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) লুইপা (খ) শবরপা

(গ) ভুসুকুপা (ঘ) কাহ্নপা

০৬। চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) অক্ষরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত

(গ) স্বরবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর ছন্দ

০৭। কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? [৩০তম বিসিএস]

(ক) গোবিন্দ দাস (খ) কায়কোবাদ

(গ) কাহ্নপা (ঘ) ভুসুকুপা

০৮। বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? [২৯তম বিসিএস]

(ক) কাহ্নপা (খ) লুইপা

(গ) সরহপা (ঘ) শবরপা

মধ্য যুগের সূচনা

অন্ধকার যুগঃ

বাংলা সাহিত্যে দেড়শ বছর (১২০০ - ১৩৫০) সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয়। এই সময়ের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের কোনো নতুন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

ড. সুকুমার সেনের মতে, মুসলমান অভিযানে দেশের আক্রান্ত অংশে বিপর্যয়ের শুরু হয়েছিল।

গোপাল হালদারের মতে, তখন বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্কি আঘাত ও সংঘাতে ধ্বংস ও অরাজকতায় মুর্ছিত ও অবসন্ন হয়েছিল। খুব সম্ভব সে সময়ে কেউ কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা পায়নি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, এ পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহে বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। সেইজন্য সাহিত্য চর্চা নামেমাত্র ছিল। বস্তুত মুসলমান কাল হইতে এই সময় পর্যন্ত কোনো বাংলা সাহিত্যে আমাদের হস্তগত হয় নাই।

আমরা এই (১২০১ - ১৩৫০) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বা যুগ সন্ধিক্ষণ বলতে পারি।

মধ্য যুগের সূচনা

অন্ধকার যুগঃ

এসময়ের সাহিত্য নিদর্শনগুলো হল:

- প্রাকৃত ভাষার গীতি কবিতার সংকলিত গ্রন্থ 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'
- রামাই পন্ডিত রচিত 'শূন্যপুরাণ' (গদ্যপদ্য মিশ্রিত)
- কলিমা জলাল বা নিরঞ্জনের রুষ্মা
- হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' (গদ্যপদ্য মিশ্রিত)
- 'আর্যা' অথবা 'ভাটিয়ালী রাগেন গীয়তে'
- ডাক ও খনার বচন।

** চম্পুকাব্য কী ??

শেক শুভোদয়ার প্রেমসংগীত এর একাংশঃ

"হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান।

বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান

বড় সে বিপাক আছে উপাএ।

সাজিয়া গেইলে বাঘেন খাএ

পুন পুন পাএ পড়িয়া মাঙ্গো দান।

মৈদ্ধে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ "

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে – [৩৪তম বিসিএস]

(ক) ১১৯৯-১২৫০ পর্যন্ত
(খ) ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত
(গ) ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত
(ঘ) ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত

০২। 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন – [৩২তম বিসিএস]

(ক) রামাই পণ্ডিত
(খ) শ্রীকর নন্দী
(গ) বিজয় গুপ্ত
(ঘ) লোচন দাস

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়